দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ MAR 9 1999
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

আনুষ্ঠানিক শিক্ষা

শামীমা চৌধুরী

আজকাল গ্রামের মহিলার রান্নাবান্না এবং সন্তানকে স্কুলে পাঠিয়েই দায়িত্ব শেষ করছেন না। তারা নিজেরাও এখন স্কুলে যাচ্ছেন। আর এজন্য ধন্যবাদ দিতে হয় সরকার পরিচালিত অনানুষ্ঠানিক বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচীকে।

সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ চারটি পর্যায়ে বিভক্ত এই কর্মসূচী বাস্তবায়নে ইতোমধ্যেই ২৬০টি এনজিওকে সম্পৃক্ত করেছে। এমনি একটি জেলা মানিকগঞ্জ।

জাতিসংঘ প্রণীত 'সবার জন্য শিক্ষা' কর্মসূচীতে প্রভাবিত বাংলাদেশের এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ২০০০ সালের মধ্যে সাক্ষরতার হার শতকরা ৬২-তে উন্নীত করা এবং ২০০৬ সালের মধ্যে সার্বজনীন সাক্ষরতা নিশ্চিত করা আমাদের দেশে নারীরা পুরুষের চেয়ে অনেক পিছিয়ে আছে। তাই নারীদের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে।

সরকারী সূত্রমতে, দেশব্যাপী ২০,৯১০টি কেন্দ্রে কর্মসূচীর প্রথম দু'টি পর্যায়েই ৬,২৭,০০০ জন বয়স্ক নিরক্ষর ব্যক্তি ব্যবহারিক সাক্ষরতা লাভ করেছে। বর্তমানে বাস্তবায়নের পথে তৃতীয় পর্যায়টিতে আরও ৭,৮০০টি শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হয়েছে। এসব কেন্দ্রে ২,৩৪,০০০ জন মানুষের কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিচ্ছে। এদের বেশীরভাগই মহিলা। অতিরিক্ত ১৫,২২৫টি অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করে চতুর্থ পর্যায়ের মাধ্যমে আরো প্রায় ৪,৫৯,৭৫০ জন গ্রামবাসীকে এই শিক্ষা পদ্ধতির আওতায় নিয়ে আসার জন্য সরকার পরিকল্পনা করছে।

এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক এবং বিশ্ব ব্যাংক কর্মসূচীর প্রথম তিনটি পর্যায়ে অর্থায়ন করলেও চতুর্থ পর্যায়ের সম্পূর্ণ খরচ বাংলাদেশ সরকারই বহন করছে। প্রকল্প অফিসারের মাধ্যমে এই পর্যায়টি দেশের ৬৪টি গ্রামে পরিচালিত হবে। চতুর্থ পর্যায়ের বিশেষত্ব হল, এতে ছাত্রদের জন্য চাকরির ব্যবস্থাও থাকছে।

এজন্য বাজেট নির্ধারিত হয়েছে ৪৩ লক্ষ টাকা। সার্বিক বিবেচনায় এই কর্মসূচীর লক্ষ্য হল অন্তত ৩ কোটি নিরক্ষর মানুষকে সাক্ষর করে তোলা।

মানিকগঞ্জ জেলার বেথুয়াজানি গ্রামের ৩০ বছর বয়স্ক হাজেরা বেগম এমনি একটি অনানুষ্ঠানিক বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের নিয়মিত শিক্ষার্থী। তাদের স্কুলটি গ্রামের অবস্থাপন্ন জাকের মেম্বারের বাড়ীতেই বসে।

বেওতা নদীর তীরে অবস্থিত জাকের মেম্বারের বাড়ীটি এখন গ্রামের অন্যতম আকর্ষণ। সপ্তাহের প্রায় সবক'টি দিনে সকাল ১০টা হতে ১২টা এই দুই ঘন্টার জন্য স্কুল বসে। সকালে হাতের কাজগুলো শেষ করে ৩০ জন নারী চলে আসেন জাকের মেম্বারের বাড়ীতে। বর্ণমালা, সংখ্যা গণনা, সংসারের খরচ কম করা আর প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা সম্পর্কে তারা এখানে শিক্ষা লাভ করেন। একটু লাজুক হাসি দিয়ে হাজেরা বেগম বললেন, আমি এখন পড়তে পারি, নিজের নাম সই করতে পারি। সংসারের হিসাবপত্তর রাখতেও শিখেছি। আমাকে এখন আর কেউ ঠকাতে পারবে না। এমনকি আমার স্বামীও না। আত্মবিশ্বাসের সাথে তিনি বলেছিলেন, এই স্কুলে না আসলে কোনদিন এত কিছু শিখতে পারতাম না।

এই স্কুল প্রোগ্রামের বাড়তি সাফল্য হল– এই নারীরা এখন একে অপরের বন্ধু। নিজেদের জীবন সম্পর্কে এখন তারা আত্মবিশ্বাসী এবং নিজেদের পরিকল্পনাগুলো পরস্পর আলোচনা করেন। স্কুলের অপর শিক্ষার্থী সুফিয়া বেগম, তার এই শিক্ষা কাজে লাগিয়ে ছেলেকে লেখাপড়া শেখাচ্ছেন। তিনি বললেন, ছেলের স্কুলের পড়া তৈরীতে এখন আমি সাহায্য করি। সত্যিই খুব ভাল লাগে।

মহিলাদের স্কুলে আসার জন্য কোন জোর করতে হয়নি, কেবল উৎসাহ দেয়া হয়েছিল। এই অংশগ্রহণের আহবানে এত বিপুল সাড়া গ্রামবাসীকে বিস্মিত করেছে। মহিলারা নিজেদের তাগিদেই কেন্দ্রে এসেছেন। লেখাপড়া বিষয়ে তারা অতি উৎসাহী ছিলেন, জানালেন জাকের মেম্বার। শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষিকার স্বামী এই মেম্বার আরো জানালেন, প্রথমদিকে আমার ধারণা ছিল মহিলাদের উৎসাহের অভাবেই স্কুল বন্ধ হয়ে যাবে। অথচ ঠিক এর উল্টোটাই প্রমাণিত হয়েছে।

অনানুষ্ঠানিক এই শিক্ষাকেন্দ্রটির বেশ কিছু আকর্ষণীয় দিক আছে। স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণের বিষয়টি বাদেও এর সময়সীমা নির্দিষ্ট নয়। গ্রামের বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই স্কুলের সময় নির্ধারিত হয়। বিভিন্ন গ্রামবাসীর বাড়ীতে এই স্কুল বসে। আবার এর পাঠ্যসূচীও সহজ এবং গ্রামবাসীর প্রাত্যহিক প্রয়োজনের কথা ভেবেই করা হয়েছে। মহিলারা শিক্ষার সময় হিসাবে দুপুরের সময়টাকেই বেছে নেন। অন্যদিকে পুরুষরা সারাদিনের কাজ শেষে সন্ধ্যাতে পড়তে আসেন।

কোন শিক্ষাকেন্দ্রেই ৩০ জনের বেশী ছাত্র-ছাত্রী নেয়া হয় না। প্রতি কোর্সের সময়সীমা ৯ মাস। দিনে দুই ঘন্টা ক্লাস হয়। অর্ধেকের বেশী শিক্ষার্থীই মহিলা। চেতনা-১, ২ এবং চেতনা-৩ এই তিনটি পর্বে কোর্স বিভক্ত। শিক্ষার্থীকে কোন টাকা দিতে হয় না। উদ্যোক্তারাই বই এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ করে থাকেন। গ্রামের স্থানীয় নারীরাই বেশীরভাগ ক্ষেত্রে শিক্ষক নিযুক্ত হন। এসএসসি পাস করা যে কেউ শিক্ষক হবার যোগ্য বলে বিবেচিত হন। কোর্সের প্রথম পর্বটির দায়িত্বে নিয়োজিত সিরাজুল ইসলাম বললেন, শিক্ষার্থীদের পছন্দমত কোর্স সাজানো হয় বলেই ক্লাস করতে মহিলারা কোন অসুবিধা বোধ করে না।

গত এক দশকে শিশুদের স্কুলে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিনা খরচে শিক্ষা প্রদানের যে পদক্ষেপ নিয়েছে তা বিদেশী দাতারাও প্রশংসনীয় বলে ভাবছেন। সরকারী সূত্রে জানা গেছে, সারাদেশের প্রায় ৮০,০০০ প্রাথমিক